গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

## প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

### ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১.০ | **প্রকল্পের নাম** | : | প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (২য় সংশোধিত) |
| ২.০ | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৩.০ | **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** | : | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ৪.০ | **প্রকল্পের অবস্থান** | : | বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহঃ ঢাকা (বিমান বন্দর ও আইসিটি কমলাপুর), জামালপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট |
| ৫.০ | **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়** | : | ৭৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| ৬.০ | **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল** | : | জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭ |

৭.০ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** কর্মসংস্থান ও আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের স্থানীয়ভাবে গবাদি প্রাণি প্রতিপালন ও বাণিজ্যিকভাবে গরাদি প্রাণির খামার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে প্রাণিসম্পদ এবং প্রাণিজাত দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানীসহ অভ্যন্তরীণ ক্রয়-বিক্রয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে ট্রান্সবাউন্ডারি ও জুনোটিক রোগসমূহ সীমান্ত এলাকা দিয়ে এ দেশে সংক্রমিত হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য, গবাদি প্রাণির উৎপাদন উপকরণ যথা- সিমেন, ডিম, বাচ্চা ইত্যাদি প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য যথা- মাংশ, ডিম, বাটার, দই, পনির ইত্যাদি আমদানী করা হয়ে থাকে। এ সকল উপকরণ ও খাদ্য পণ্যের মাধ্যমে ও সংক্রমাক রোগ ব্যাধি এবং জুনোটিক রোগ দেশে প্রবেশ করতে পারে। ক্ষুরারোগ, বার্ডফ্লু, BSE (Bovine Spongifornis and Sephalopathy, Mad Cow) ইত্যাদি রোগসমূহ সীমান্ত এলাকা দিয়ে এ দেশে সংক্রমিত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। অধিকন্তু প্রাণিসম্পদের রোগ অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য সরকারি পর্যায়ে সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে বিভিন্ন বন্দর দিয়ে আসা রোগ সংক্রমণ থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা বর্তমানে দেশে নেই। দেশের গবাদি ও পোষাপ্রাণিকে সংক্রামিত রোগ হতে মুক্ত রাখার সাথে সাথে মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রোগমুক্ত জীবিত প্রাণিসমূহ, প্রাণিসমূহের উৎপাদিত পণ্য, প্রাণিখাদ্য, টীকা, সীমেন ও সীমেন তৈরির উপকরণসমূহ পরীক্ষা করে রোগমুক্তভাবে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ১৭টি জেলার ২৪টি প্রবেশ পথে Quarantine Station স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- দেশের বাইরে থেকে প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের মাধ্যমে ট্রান্সবাউন্ডারী প্রাণিরোগ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করা;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহামারী রোগতত্ত্ব বিভাগ (Epidemiology Unit)-এর ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন রোগের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ।

## ৯.০ প্রকল্পের মুল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

| অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ) | পরিমাণ | অনুমোদিত ব্যয় |
|---|---|---|
| ভূমি অধিগ্রহণ- ১৮টি কেন্দ্র | ১৮টি | ৩০৪.৮৪ |
| ভূমি উন্নয়ন | ২৭৯০০ ঘ.মি. | ১৫০.৭৮ |
| অফিস ভবন নির্মাণ | ৩৭৬০ ব:মি: | ২২৮৭.৭৮ |
| আইসোলেশন সেড নির্মাণ | ২১৬৬ ব:মি: | ৬৬৯.৫৬ |
| গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ৭৬০০ রা:মি: | ৩৯৩.৯২ |
| নলকূপ ও পানি সরবরাহ | ২০টি | ১২৬.০০ |
| ওভারহেড ইলেকট্রিক কানেকশন | ২০টি | ১৫৯.৮৩ |
| যন্ত্রপাতি ও রিএজেন্টস | থোক | ১৮১৩.৪৯ |
| আসবাবপত্র ক্রয়- ২৪টি কেন্দ্র | থোক | ১৬৮.২৪ |
| যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ, ৭টি পিকআপ) | ৮টি | ৩৮৫.৩৮ |
| মটরসাইকেল | ১৭টি | ২৮.৮৭ |
| কম্পিউটার ও ল্যাপটপ | ৬৪টি | ৪৮.৯৬ |
| ওজন মাপার যন্ত্র | ২৪টি | ৩৬.০০ |

## খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি TOR

## ১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

৮. প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. প্রকল্প সমাপ্তির সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;

১১. উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১২. প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

১৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

## ১১.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

| ক্রঃনং | পরামর্শকের ধরণ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|
| | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান | - | গবেষণা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা। |
| ১ | টীম লিডার | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভেটেরিনারী সায়েন্স ও মেডিসিন-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। উচ্চ ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা।<br>খ) টীম লিডার হিসেবে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।<br>গ) সরকারী ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা।<br>ঘ) কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা। |
| ২ | মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | ক) পূর্ত নির্মাণ কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।<br>খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা। |
| ৩ | সমাজবিজ্ঞানী | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/ সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।<br>খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা। |
| ৪ | পরিসংখ্যানবিদ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | ক) তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।<br>খ) সার্ভে, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা। |

## ১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা | দাখিলের সময় |
|---|---|---|
| ১. | ইনসেপশন প্রতিবেদন<br>(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে |
| ২. | ১ম খসড়া প্রতিবেদন<br>(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি | চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে |
| ৩. | ২য় খসড়া প্রতিবেদন<br>(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি এবং<br>(ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১৩০ কপি) | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে |
| ৪. | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে)<br>(বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি | চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে |

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

## ১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর/সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

আফরোজা আক্তার চৌধুরী
উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়